ভোরের কাগজ
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬
... 28 2000

# যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষায় এশিয়ান ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি

নব্বইয়ের দশকে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকান কাউন্সিল অন এডুকেশনের এক পর্যালোচনায় এই তথ্যটি উদঘাটিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষা দপ্তর, সেনসাস ব্যুরো এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে চালানো হয় এই পর্যালোচনাটি।

পর্যালোচনায় আরো জানা যায় যে, শেতাঙ্গ এবং এশিয়ান-আমেরিকানরা কৃষ্ণাঙ্গদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করেছে। আফ্রিকান-আমেরিকানরাও কলেজ শিক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর শিক্ষালাভের ১ হাজার ৮০০ প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়কারী সংগঠন 'আমেরিকান কাউন্সিল অন এডুকেশন' সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থান কি তা নিরূপণের জন্য এই পর্যালোচনাটি চালিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা এই সম্প্রদায়ে স্কুলগামী ছেলেমেয়েদেরকে আরো বেশি সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। স্কুল থেকে কলেজে গিয়ে নবাগত ইমিগ্র্যান্ট ছাত্রছাত্রীরা যাতে সমস্যার সম্মুখীন না হয় সে জন্যও তারা সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছে।

এডুকেশন কাউন্সিলের পরিচালক উইলিয়াম বি হারবে এ প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের প্রতিবেশীদের উচ্চতর শিক্ষালাভে সহযোগিতা করতে আমাদের কোনোই আপত্তি নেই। কেননা এর মাধ্যমেই গোটা কম্যুনিটি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। সামগ্রিক কল্যাণে এর বিকল্প নেই। পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৭ লাখ। ১৯৯৯ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ লাখ হয়েছে। ১০ বছরের ব্যবধানে বৃদ্ধির এই হার হচ্ছে এশিয়ান-আমেরিকান ৫৮.৯%, কৃষ্ণাঙ্গ-৩১.৬%। ১০ বছরের ব্যবধানে আফ্রিকান-আমেরিকানদের মধ্যে কোনোই হেরফের হয়নি।

অনুসন্ধানকালে জানা যায়, এশিয়ান-আমেরিকান অভিভাবকরা তাদের সন্তানের ব্যাপারে অধিক সচেতন অর্থাৎ যত্নবান। শুধু ইউনিভার্সিটিতেই নয়, বাসায় ফিরে তারা হোম ওয়ার্ক ঠিকমতো করে কিনা সে বিষয়েও অভিভাবকরা খোঁজ-খবর নেন। পক্ষান্তরে আমেরিকানরা (আফ্রিকানরাও সে ধরনের নেশায় পড়েছেন) বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড নিয়েই অধিক ব্যস্ত থাকেন। ১৮ বছরের অধিক বয়েসী সন্তান নিয়ে তাদের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই বলেই এহেন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এনা।